বাংলায় বিজ্ঞানের প্রসার, জনপ্রিয়করণ ও প্রচার: ভবিষ্যতের পথ

সত্যবাচী সর

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গণিতে সাম্মানিক স্নাতক হবার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ গণিত বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর লেখক সত্যবাচী সর গণিত শিক্ষন ও গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিন দশকের বেশি সময় ধরে ত্রিপুরার মহারাজা বীর বিক্রম কলেজে গণিতের অধ্যাপনা করার পর তিনি বিভাগীয় প্রধান হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের আমন্ত্রিত অধ্যাপক ছিলেন। কিছু সময় তিনি কলকাতা টেকনো ইন্ডিয়া কলেজ অফ টেকনোলজি তে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কলকাতা ম্যাথামেটিকাল সোসাইটির এস এন বোস বার্থ সেন্টিনারী রিসার্চ ফেলো ও ছিলেন। ত্রিপুরার বিজ্ঞান তথা গণিতের প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়করণে নেতৃত্ব দিয়ে ড: সর বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সর্বভারতীয় কিছু বিশিষ্ট বিজ্ঞান সংস্থার সদস্য ও উপদেষ্টা হিসেবে তিনি গণিতশিক্ষা, শিক্ষণ, গবেষণা ও জনপ্রিয়করণে এখনো সমান সক্রিয় ও সৃজনশীল। অধ্যাপক সর বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে নানা প্রবন্ধ উপস্থাপনা ও আমন্ত্রণমূলক বক্তৃতা করে আসছেন। গণিতের ইতিহাস ও গণিত শিক্ষার বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি ইংরেজি ও বাংলায় দুশোর ও বেশী প্রবন্ধ লিখেছেন যা নানা বিশিষ্ট জার্নাল ও পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। তিনি বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনার কাজেও যুক্ত। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত বই এর সংখ্যা দশ। লেখকের স্বীকৃতি হিসেবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকে 'রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পুরস্কার' প্রাপ্তি এবং ২০১৫ সালের গণিত উৎসবে 'আধুনিক গণিত অন্বেষ'-র তরফ থেকে তাঁকছ সম্মাননা জ্ঞাপন উল্লেখযোগ্য।

সারসংক্ষেপ

প্রবন্ধটির জন্য নির্দেশিত পাঁচটি উপবিষয়ের প্রতিটির বিশ্লেষণ গভীরতা ও তাৎপর্য খুব ই ব্যাপক। যে কোন একটি বা দুটি নিয়ে অতি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা সম্ভব। এখানে আমি 'মুদ্রন মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্রসার ও প্রচার' এবং ' বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণ: ভবিষ্যতের পথ' নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

মানবসভ্যতা এখন এতটাই বিকশিত যে, আজকে আমরা যে সব কাজ করতে সক্ষম হচ্ছি বা যে সব ঘটনা সংঘটন করতে সমর্থ হচ্ছি, তা কিন্তু এক হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মানুষরা ভাবতে পারত না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আজ আমরা বহু দূরের বা কাজের কোনো ঘটনার সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ করতে পারছি, সেকেন্ডের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের পরিমাপ করতে পারছি, অনেক দূরে তাৎক্ষণিক বার্তার আদান-প্রদান করতে পারছি, গ্রহ-গ্রহান্তরের নানা তথ্য সংগ্রহ করতে পারছি, অনেক দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারছি, ইত্যাদি। এগুলি সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের বিকাশ, উন্নতি ও প্রসারের ফলে। আসলে আজ আমরা বিজ্ঞান-সম্পৃক্ত ও বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ যুগে বাস করছি। তবে মনে রাখতে হবে, এই যুগেও বিজ্ঞানের প্রসার, প্রচার ও জনপ্রিয়করণ সার্বিক রূপ নিতে পারে নি। বিজ্ঞান পৌঁছতে পারে নি সর্বস্তরের মানুষের কাছে। তাই ভাবতে হবে, বিজ্ঞানের সার্বিক রূপ দেবার ক্ষেত্রে আমরা কি কি বাধার সম্মুখীন হচ্ছি, কি কি সমস্যার মোকাবিলা করছি, আর কোন কোন পন্থা বিজ্ঞানের প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করতে পারে। অনুসন্ধান করতে হবে, কিভাবে বাঁধা অপসারণ করে, সমস্যার সমাধান করে আমরা লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি। এগুলির মধ্যে নিহিত আছে প্রবন্ধের মূল সুর। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে ভবিষ্যতে পথের সন্ধান ও এর অন্তর্গত।

আমরা জানি ইতিহাস অতীতকে উন্মুক্ত করে বর্তমানকে বুঝতে সাহায্য করে, আর বর্তমানকে সঠিক ভাবে অনুধাবন করলেই পাওয়া যাবে ভবিষ্যতের পথ'। মনে রাখতে হবে বিজ্ঞানের ইতিহাস হল মানবসভ্যতার ইতিহাসের অংশ বিশেষ এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের দলিল।

'মুদ্রন মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্রসার ও প্রচার' শীর্ষক আলোচনায় বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার কথা বিবেচিত হবে। এ প্রসঙ্গে

নিম্নলিখিত দিকগুলির আলোচনা করা হবে:

১) আলোচনার জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক কোন্ কোন্ রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তা নির্ধারণ;

২) নির্বাচনের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ;
৩) রচনাগুলি কাদের জন্য তা চিহ্নিতকরণ;
৪) বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস;
৫) বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার ক্ষেত্রে সমস্যা নির্ধারণ ও সমাধানের রূপরেখা প্রণয়ন।

'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণ: ভবিষ্যতের পথ' শীর্ষক আলোচনা সার্বিক ভাবে বিজ্ঞানকে নিয়ে হলেও গণিতের জনপ্রিয়করণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তরের মধ্যে পাওয়া যাবে প্রবন্ধটির পরিপূর্ণতা। প্রশ্নগুলি হল:

১) কাদের জন্য জনপ্রিয়করণ?
২) জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে বাধা গুলি কী কী?
৩) কোন্ কোন্ উপাদান জনপ্রিয়করণের সহায়ক?
৪) অতীতের অভিজ্ঞতা কী?
৫) কি ভাবে জনপ্রিয়করণ এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কী?